ত্রিমাত্রিক জগতে কল্পনার আকাশ ছুঁতে চায় জহিরুল

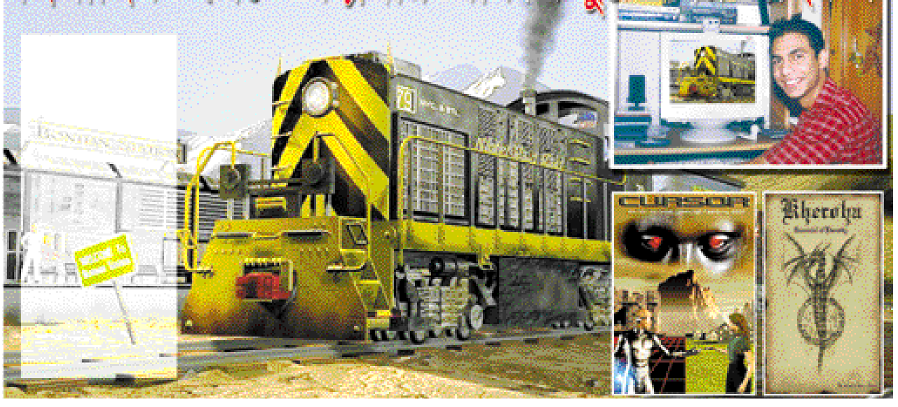

বাংলাদেশ দুর্নীতিতে পরপর দুইবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন–এই খবর কমবেশী সকলেই জানেন। কিন্তু এই দেশের তরুণরাই আবার মেধাতেও বিশ্ব সেরা সেকথা জানে ক'জন? মাত্র ১৭ বছর বয়সে ইন্টারনেটে আয়োজিত আন্তর্জাতিক কম্পিউটার ডিজাইন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে চমকে দিয়েছে জহিরুল ইসলাম শরীফ নামের এক উদীয়মান তরুণ। উজ্জ্বল করেছে বাংলাদেশের মুখ। সারা বিশ্বের সমস্ত বাঘা বাঘা প্রফেশনাল ডিজাইনারদের মধ্য থেকে এই কৃতিত্ব ছিনিয়ে নেবার পেছনের ঘটনা নিয়ে এই প্রতিবেদনটি করেছেন

মোঃ মারুফ হোসেন

আমাদের তরুণেরা মেধাবী। এ বিশ্বাস আমাদের সবসময়ই থাকে। কিন্তু তারপরও তাদের মেধার চমকে আমরা বিস্মিত হই–তাদের প্রতিভায় মুগ্ধ হই। আর আমাদের তরুণদের সম্ভাবনায় হই গর্বিত। আমাদের তরুণদের প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার ধারাবাহিক সাফল্যের কাহিনী শুনতে শুনতে আমরা যখন পুলকিত ঠিক তখনই পর্দার আড়াল থেকে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল জহিরুল ইসলাম শরীফ।

থ্রিডি গ্রাফিক্স আর এনিমেশন নিয়ে বড় হওয়া এই কলেজ পড় য়া তরুণ ২০০১ সালে উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেছিল। তবে একই সাথে ইংরেজি মাধ্যমে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ওলেভেল-এর কম্পিউটার শিক্ষা সম্পন্ন করে ১৯৯৯ সালে মাইক্রোল্যান্ড থেকে। মাইক্রোল্যান্ড থেকেই ২০০২ সালে এ লেভেল-এর কম্পিউটার বিজ্ঞান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া জহিরুল আগামী ২০০৩ সালে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে পরীক্ষা দেবে মাষ্টার মাইন্ড থেকে।

জহিরুলের বেড়ে ওঠা

স্কুল কলেজের গন্ডিতে নয়–কম্পিউটারের সাথে তার পরিচয় একেবারে ছোটবেলা থেকেই। বড় ভাই মনিরুল ইসলাম শরীফ। বাংলাদেশের তরুণ প্রোগ্রামার মহলে এক শ্রদ্ধেয় নাম। বাংলাদেশের প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার তরুণদের অনেকেই প্রোগ্রামিং শেখার শুরুর দিকে মনিরুল ইসলাম শরীফের সাহায্য নিত। অথচ একই বাড়ীতে বাস করেও মনিরুলের ছোট ভাই জহিরুল আগ্রহী হয় গ্রাফিক্সে। বড় ভাই ছোট ভাইকে প্রোগ্রামিংয়ের প্রতি আগ্রহী করার চেষ্টা চালান একেবারে অল্প বয়সে। জহিরুল তখন ক্লাস থ্রিতে। কিন্তু জহিরুলের একেবারেই ভাল লাগেনি প্রোগ্রামিং। বরং কিছুটা জটিল ও একঘেয়ে মনে হত তার কাছে। সেই তুলনায় লেগো ছিল জহিরুলের অনেক প্রিয়। জহিরুলের এই আগ্রহের প্রতি খেয়াল রেখে মনিরুল তার হাতে তুলে দেয় এক সফটওয়্যার–যার নাম থ্রিডি ষ্টুডিও ৩। সেটা ১৯৯২ সালের কথা। কিন্তু এটা-ওটা বানাতে শিখলেও তা শুধুমাত্র কম্পিউটারের পর্দায় করা যায়–ধরা-ছোয়া যায় না বলে লেগোই বেশি প্রিয় ছিল জহিরুলের। কিন্তু ভাইকে কম্পিউটারের প্রতি মনোযোগী করতে মনিরুল হাল ছাড়েনি।

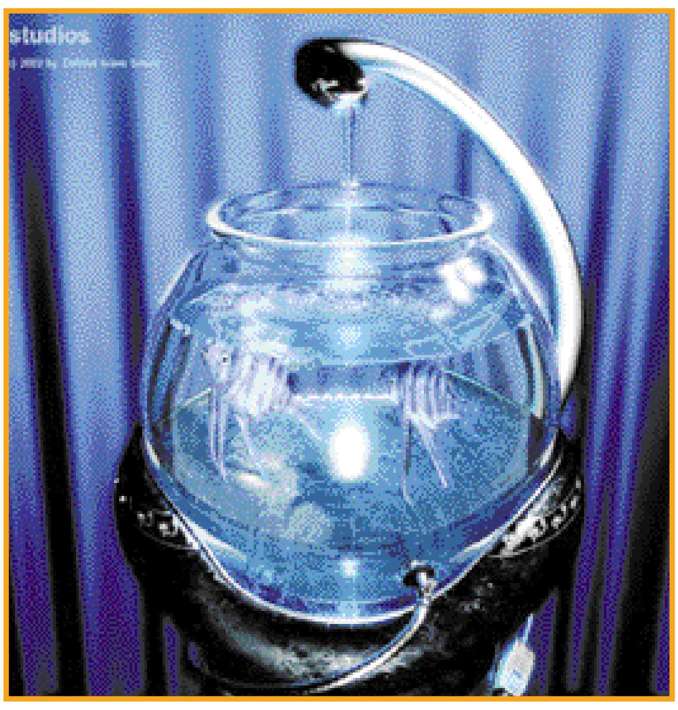

এই গ্রাফিক্সটি ডিজাইন করে জহিরুল আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে

দারুণ দারুণ কিছু সায়েন্স ফিকশন ছবি দেখিয়ে জহিরুলকে বলেছিল মনিরুল এইসব ছবি এই সফটওয়্যার দিয়ে বানানো হয়। ব্যাস! আর থেমে থাকেনি জহিরুল। পড়াশোনার পরে থ্রিডি ষ্টুডিও হয়েছে তার একমাত্র সঙ্গী। আর হাতেখড়ি থেকে পুরোটা সময়ই তার যত উৎসাহ তার একমাত্র কৃতিত্ব মনিরুলের। মূলত বড় ভাইয়ের উৎসাহেই উৎসাহিত হয়েছে জহিরুল। ভাল কিছু তৈরি করার এক অদম্য ইচ্ছা ছিল তার সেই ছেলেবেলা থেকেই। তাই ক্লাস সিক্সেই সে টের পেল–একা নয়! একটা দল হলে অনেক ভাল কাজ করা যাবে। তখন সে তার তৈরি করা বিভিন্ন ছবি বন্ধুদের দেখাতে শুরু করল। বন্ধুরা অবাক বিস্ময়ে তার সে প্রতিভাকে গ্রহণ করল। ক্লাস সেভেনেই জহিরুল তার এক কাজিন আর এক স্কুল ফ্রেন্ডকে নিয়ে তৈরি করল তাদের প্রথম গ্রুপ ওয়েষ্ট ষ্টর্ম। বন্ধুদেরকে থ্রিডি ষ্টুডিওর হাতেখড়ি দিয়েছিল জহিরুল নিজেই। ততদিনে অবশ্য বই পড়ে ভাল কনসেপ্ট তৈরি হয়ে গেছে জহিরুলের। তাই ভুল ডিজাইন দেখিয়ে যে বন্ধুরা ভুল বের করতে পারত তাদেরকে দলে নিল জহিরুল। স্কুলের টিফিন পিরিয়ডে আড্ডা না মেরে কবি কবি চোখে উদাস হয়ে বসে থাকত এই তিন বন্ধু। কিন্তু সন্ধানীচোখ যাচাই করে যেত গাছের পাতা নড়াসহ প্রকৃতির নানা কর্মকান্ড। কেন না সেগুলোই উঠে আসবে তার এনিমেশনে।

একই সাথে ডিজাইন কনসেপ্ট গড়ে ওঠার পাশাপাশি জহিরুলের মধ্যে আরেকটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। কোন রকম ট্রেনিং ছাড়াই জহিরুল স্কেচ করতে শিখে যায়। মূলত বন্ধুদের তার মনের ছবিটি এঁকে দেখাতে গিয়ে স্রেফ প্রচেষ্টা হয়ে ওঠে ফলাফল। আর সবকিছুকে নিখুঁত করে দেখার চেষ্টা তার ছোটবেলার। তাই এনিমেশনকে আরো বাস্তব করার জন্য প্রচুর গবেষণা করত জহিরুল ও তার বন্ধুরা। স্কেচ বুকে পাতার পর পাতা ভরিয়ে ফেলত ছবিতে। আর সেই ছবিই ফুটে উঠত তার থ্রিডি গ্রাফিক্সের ডিজাইনে।

নতুন চ্যালেঞ্জ

যত বয়স বাড়তে লাগল তত বেশি কাজের প্রতি মনোযোগ বাড়তে থাকে জহিরুলের। এ সময় ৫ বন্ধু ও কাজিনকে নিয়ে নতুন করে দল গড়ে জহিরুল। নাম হয় সিনাপটিক্স ষ্টুডিও।

টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন চিত্র দেখে সেরকম কিছু বানানোর চেষ্টা করত সে। খুব অল্প সময়েই সে সাফল্য ধরা দেয় তার কাছে। কেননা, বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন চিত্রে এদেশে যা ব্যবহৃত হয়–সত্যিকার থ্রিডির কাজের কাছে তা কিছুই নয়, তাই সত্যিকারের ভাল কাজ দেখার জন্য বিদেশী গেমের সূচনা মুভি দেখতে শুরু করে তারা নিয়মিত।

কোন সিনেমা দেখতে বসলে কাহিনী নয়–বরং স্পেশাল ইফেক্টের কাজ দেখে জহিরুল। অনেকেই ব্যাপারটা নিয়ে খোঁচা দেয়। কিন্তু সত্যিকারের ভালো কাজ শিখতে হলে এর কোনই বিকল্প নেই। অন্যদের কাজ ষ্টাডি করতেই হবে। মূলতঃ জনপ্রিয় গেম ওয়ার ক্রাফটের প্রস্তুতকারক ব্লিজার্ড এন্টারটেইনমেন্টের সূচনা মুভিগুলোর চেয়েও ভালো কিছু তৈরি করার নেশায় কাজ করে জহিরুল। কিন্তু ২-৪ জন নিয়ে যখনই ওই বিশাল প্রফেশনাল টিমের কাছাকাছি কাজ করে তারা তখনই দেখা যায়–নতুন কিছু এসে গেছে। এরপর চলে তার মত কিছু করার। এভাবেই প্রতিনিয়ত জহিরুল ও তার বন্ধুরা এগিয়ে চলছে–নিজেদেরকে আরো বেশি পরিণত করছে।

আজকাল অবশ্য দলের অনেক বন্ধুই পড়াশোনার জন্য দেশের বাইরে অবস্থান করছে। তেমনি জহিরুলও এ লেভেল শেষ করে বাইরে যাবে। সে সময় মাত্র ৫ মাস সময় পাবে। সেই সময় পুরো দলবল নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক মানের থ্রিডি মুভি তৈরি করবে সিনাপটিক্স ষ্টুডিও।

কাহিনী ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে। সূচনা প্রদর্শন করা হয়েছে ১৯ অক্টোবর। মাইক্রোল্যান্ড অডিটোরিয়ামে জহিরুলের প্রদর্শনীতে।

প্রাপ্তি ও পুরস্কার

জহিরুলের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি তার উন্নতি। সেটাই মনে করে জহিরুল। পুরস্কার নয়–নিজের মান উন্নয়নই তার একমাত্র টার্গেট। আর তাই নিজের মান উন্নয়নের পাশাপাশি পুরস্কার হিসেবে তার জুটেছে বেশ কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার। ২০০০ সালে আলিয়াস ফ্রাসেস আয়োজিত জাতীয় গ্রাফিক্স ও এনিমেশন শোতে স্পেস শিপের ডিজাইন দিয়ে জিতে নেয় পুরস্কার। একই বছরে নটরডেম কম্পিউটার ক্লাব আয়োজিত চতুর্থ নটরডেম কম্পিউটার উৎসব ২০০০-এর গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রতিযোগিতায় প্রচ্ছদ ডিজাইন করে প্রথম পুরস্কারটিও অর্জন করে জহিরুল।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ইন্টারনেটে প্রফেশনালদের কাজ দেখতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করে জহিরুল ইন্টারনেটের httr://b www 3d luvr.com সাইটে সব ধরনের প্রফেশনালের জন্য এক দারুণ থ্রিডি গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রতিযোগিতা। বয়সের বাধা নেই। তাই যেকোন প্রফেশনাল সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারে। বিষয়ভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আয়রন হর্স শীর্ষক ডিজাইনে ২৩তম স্থান অধিকার করে।

আর এবার ২৯তম প্রতিযোগিতায় ১১০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে প্রথম পুরস্কার অর্জন করেছে জহিরুল। মহি লিটল ওকানি শীর্ষক এই চমৎকার থ্রিডি গ্রাফিক্সটি দেখলে মনেই হবে না যে এটি গ্রাফিক্স। বরং সত্যিকারের ফটোগ্রাফ বলে ভুল হতে পারে। আর এটাই জহিরুলের কৃতিত্ব। আর এত নিখুঁতভাবে থ্রিডি গ্রাফিক্স তৈরি করতে পারার দক্ষতা অর্জণ করাই জহিরুলের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

আকাশ ছুঁতে চাওয়া

ভবিষ্যতে গ্রাজুয়েশন মাষ্টার্স সবটাই করতে চায় জহিরুল গ্রাফিক্স মাল্টিমিডিয়ার উপর। সুযোগ পেলে পি এইচডিও করবে সে।

তারপর দেশে ফিরে আসা। একটা কিছু শিখেই টাকা উপার্জনে নেমে গেলে শেখার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। বরং শখের বসে সত্যিকারের মান সম্পন্ন কাজ করতে চায়। পরিমান নয় মাত্রাটাই গুরুত্বপূর্ণ জহিরুলের কাছে।

তবে তাদের সিনাপটিক্স ষ্টুডিওতে নিজের মনোমুগ্ধকর কাজের মান ঠিক থাকলে, স্বকীয়তা থাকলে তা অবশ্যই মূল্যায়ন হবে বলে বিশ্বাস করে জহিরুল।

তরুণ জহিরুল স্বপ্ন দেখে আকাশে ছোঁবার। ছুঁতে পারবে না এই দুঃখে একদিন কম্পিউটারে কাজ করতে চায়নি। কিন্তু এখন তার বর্ণিল এনিমেশনের জগতে তার হাত আকাশ ছুঁতে পারে। খুলে দিতে পারে স্বর্গের দ্বার। ❑